দর্শনায় ২ লিটার বাংলামদসহ শম্ভু দাস আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ২ লিটার বাংলামদসহ শ্রী শম্ভু দাস (৩৮) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে ১ মাসের কারাদণ্ড ও ২শ টাকা জরিমানা করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত শম্ভু দাস বলদিয়া গ্রামের নীলমণি দাসের ছেলে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেন। আজ মঙ্গলবার (০৫ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা বলদিয়ায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাদাত হোসেনের নেতৃত্বে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান, উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেন মঙ্গলবার সকালে দর্শনা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বলদিয়া গ্রামের শ্রী শম্ভু দাসের বাড়ি থেকে ৩ লিটার রেক্টিফাইড স্পিরিটসহ তাকে আটক করা হয়। পরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাদাত হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শ টাকা জরিমানা করেন।

চুয়াডাঙ্গার উথলীতে ট্রেনে কাটা পড়ে ৫ গরুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলীতে ট্রেনে কাটা পড়ে ৫টি গরুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকাল সোয়া ৩টার দিকে উথলী রেলস্টেশনের নিকট এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জানা যায়, উথলী গ্রামের মসলেম মণ্ডল ও তপন বিশ্বাস নামের দুজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে একপাল গরু (১৫-২০টি) উথলী এলাকার বিভিন্ন মাঠে চরিয়ে বেড়ান।

আজ সোমবার বিকালে তাঁরা গরুগুলো উথলী রেলস্টেশন এলাকায় লাইনের ধারে চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ বেশ কয়েকটি গরু রেললাইনের উপর উঠে যায়। এ সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী ৭২৭ আপ রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনে ২টি গাভি, ১টি বকনা ও ২টি এঁড়ে গরু কাটা পড়ে। গরু কাটা পড়ায় গরুর মালিক উথলী গ্রামের মণ্ডল পাড়ার মৃত ফজল মণ্ডলের ছেলে মসলেম মণ্ডল (৭৫), একই এলাকার আজিজুল মণ্ডলের ছেলে মোমিন মণ্ডল (৪৫), হাসেম মিয়ার ছেলে আব্দুস সামাদ টেংরা (৩৬) এবং ভুলা বিশ্বাসের ছেলে তপন বিশ্বাস (৫০) কান্নায় ভেঙে পড়েন। একসাথে ৫টি গরু ট্রেনে কাটা পড়ার খবর শুনে ঘটনাস্থলে শত শত মানুষ উপস্থিত হন।

উল্লেখ্য, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আজ সোমবার ৬ ঘণ্টার মতো দেরিতে চলছিলো। হঠাৎ ট্রেন চলে আসবে এটা তাঁরা ভাবতে পারিনি । তবে গরু চরানোর সময় তাদের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিলো বলে এলাকাবাসী মনে করেন।

দর্শনা- মুজিবনগর সড়কে আলমসাধুর ধাক্কায় প্রাণ গেল শিশুর

দর্শনা-মুজিনগর সড়কের কুড়ুলগাছির পশ্চিমপাড়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে অবৈধ আলমসাধুর ধাক্কায় শাহরিয়ার হেলাল ঝরা খাতুন নামে চার বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি মুজিবনগর – দর্শনা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ঝরা খাতুন (৪) কুড়ুলগাছি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার শাহরিয়ার হেলাল ঝলকের মেয়ে।

নিহত শিশুর পরিবার ও প্রত্যেক্ষদর্শীরা জানান, প্রধান সড়কের পাশে অনেক শিশুদের সাথে খেলা করছিলো এমন সময় শিশু ঝরার মামা রাস্তার বিপরীত দিকে দাড়িয়ে ছিলো শিশু ঝরা তার মামাকে দেখে ছুটে রাস্তা পার হবার সময় কার্পাসডাঙ্গা থেকে দর্শনা দিকে একটি দ্রত অবৈধ আলমসাধু দ্রুতগতিতে যাবার সময় তার আলমসাধুর সাথে ধাক্কা লেগে শিশু ঝরা পিচরাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে। তাকে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে জরুরী বিভাগে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেবার পর তাকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করেন। তাকে নিয়ে পরিবারের লোকজন রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে পৌছানোর পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে শিশু শাহারিয়ার হেলাল ঝরা মারা যায়।

সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত শিশুটির শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহ বলেন, ঘটনাটি শুনেনি কিন্তু কোন অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০ টার দিকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সমস্ত ভোটকেন্দ্রে যেন সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারে সেজন্য জেলা পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের নেতৃত্বে আগামী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ ভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য সকল ভোট কেন্দ্রে যেন সাধারণ জনগণ তাদের ভোটাধিকার

নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করতে পারে, প্রতিটা নাগরিক যেন নির্বিঘ্নে ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে পারে, এতে যেনো কেউ বাধা প্রদান করতে না পারে সে লক্ষে মহড়া প্রদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ। জেলার সব স্থানের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ বদ্ধপরিকর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জাকিয়া সুলতানা, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল), জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার বৃন্দ মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় শত্রুমুক্ত দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

“একাত্তরের চেতনায় গড়ে উঠুক, উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা” এ প্রতিবাদ্যকে সামনে রেখে দর্শনায় শত্রুমুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলন মেলায় পরিণত হয় এ দিবস পালনকালে।

আজ সোমবার বিকালে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আয়োজনে শত্রুমুক্ত দিবস পালন ও যুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিনবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী, জননন্দিত জননেতা হাজি আলী আজগার টগর বলেন, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে এ দেশের দামাল ছেলেরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঝাপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্নত্যাগ ও ৩০ লক্ষ শহীদ ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়ে ছিলাম স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে

লেখা হয়েছিলো বাংলাদেশের নাম।মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা কখনই ভুলবার নয় তারা আমাদের গর্বিত সন্তান। কোন সরকারই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্নান দেয়নি হাসিনা সরকার এসে তাদের সম্নান দিয়েছে।তাই আসুন মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় জাগ্রত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।এ অনুষ্ঠানে যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এ্যাড শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্নসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, ইউপি চেয়ারম্যান এসএএম জাকারিয়া আলম।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর উপস্থাপনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন, তানজির আহমেদ, আ. খালেক, রেজাউল করিম সবুর, মুনসুর আলী, বদরুল আলম ফিট্রু, আব্দুর রশিদ, আওয়ামী লীগ নেতা শফিকুল আলম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট প্রমুখ।

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিসভা

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান হযরত আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দীন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, দর্শনা থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সফিউল আলম, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, হাউলী ইউপি চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান ববি, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুণ অর রশিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা পাইলট সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, উপজেলা জনস্বাস্থ্য উপসহকারী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোক্তারপর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বখতিয়ার রহমান, আঃলীগ নেতা আবুল হাশেম, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো কুতুব উদ্দীন, উজীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুন্নাহার, দশমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র পাল, সহ সরকারি দফতরের কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে বৈধ প্রার্থী ১৩, বাতিল ৭

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা দুটি আসনে মোট ২০জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জনের মনোনয়ন বৈধতা এবং সাতজনের বিভিন্ন কারণে মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর তিনি এবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) মনোনীত প্রার্থী দেওয়ান ইয়াছিন উল্লাহ, জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল লতিফ খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)মনোনীত প্রার্থী ইদ্রিস চৌধুরী,জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী রবিউল ইসলাম। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বাতিল করা মনোনয়ন প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মির্জা শাহরিয়ার মাহমুদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিম,স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লা , স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল মল্লিক।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে চারজন মনোনয়ন বাতিল প্রসঙ্গে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী মির্জা শাহরিয়ার মাহমুদের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনের অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকা সঠিক তথ্য নাই, স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকার সঠিক তথ্য নাই, স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মালেক মোল্লার বিদ্যুৎ বিল খেলাপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের ১% স্বাক্ষরিত তালিকা সঠিক তথ্য নেই, স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল মল্লিকের ঋণ খেলাপি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোট ভোটারদের স্বাক্ষরিত তালিকা ১% তথ্য সঠিক নয়।

বৈধ ও বাতিল মনোনয়ন প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা জানান যাদের মনোনয়ন বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়েছে তারা আগামী ৯ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত নির্বাচন সচিব বরাবর আপিল করতে পারবে।

আজ ৪ ডিসেম্বর দর্শনা মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বার দর্শনা মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে দর্শনা মুক্ত হয়। পাক-হানাদার বাহিনীর আবস্থান লক্ষ্য করে তিন দিকে থেকে মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমন করে পাকবাহিনীকে হটিয়ে দর্শনা মুক্ত করে।

মিত্র বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে দর্শনা শান্তি পাড়া ও পরাণপুর গ্রামের মাঁঝামাঝি মাঠে পাক হানাদার বাহিনী ঘাটি করে আছে।

এ খবর পেয়ে যুদ্ধকালিন কমান্ডার লিয়াকত আলীর নেত্রীত্বে আব্দুল হামিদ তোতা, নুর হাকিম, গোলাম হোসেনসহ ৩০ মুক্তিযোদ্ধা এবং ৩০০ জন মিত্র বাহিনী ভারতের গেদে বোর্ডারের ক্যাম্পে বসে রাতের খাবার খেয়ে পাক-বাহিনীর অবস্থানের দিকে রওনা হয়।

বারাদী সীমান্ত পেরিয়ে পারকৃষ্ণপুর মদনা হয়ে গোবিন্দপুর গ্রামের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে রাবারের নৌকা চেপে ৩০ জন করে মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাাঠের উত্তর-পশ্চিম কনে আবস্থান নিই বলে লিয়াকত আলী জানান।

তিনি আরো বলেন, আমরা ৩৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী ধাঁপাড়ী ও তালবাগান মাাঠের উত্তর-পশ্চিম কনে পৌঁচ্ছে আমরা অবস্থান নিয়ে ব্যাংকার খুড়ে ফেলি। এরপর রেকি করে পাকবাহিনীর আবস্থান বুঝে রাত ৩টার দিকে সকল প্রস্তুতি সেরে পাক-হানাদার বাহিনীর গুলি, সেল, মোটার হামলা শুরু করি। রাত এক নাগাড়ে গুলি বর্ষন শুরু করলে পাক-হানাদার বাহিনীও পাল্টা সেল মারতে শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টা ৪৫ ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলে। মুহুর-মুহুর গুলি, সেল মটার সেল নিক্ষেপ করার ফলে এক পযার্য় পাকবাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। আমাদের লোকেশন বুঝতে না পেরে পাক-বাহিনী রেলগেট ও ডাঙ্গাপাড়া মাঠের দিকে সেল,মটার ও গুলি বর্ষন করতে থাকে।

ফলে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি না হলেও মিত্রবাহিনীর দুইজন নিহত ও একজন আহত হয় পাক-বাহিনীর। অপর দিকে পাক-হানাদার বাহিনী ব্যাপক হতাহত হয়। একদিকে আমাদের সাথে লড়াই চলছে। আপরদিকে উথলী দিক থেকে

আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে পাক-বাহিনীর উপর হামলা চালায়।

এ সময় তিনদিক থেকে মুক্তি বাহিনীর আক্রমনে পাক-হানাদার বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পাক-হানাদার বাহিনী রেলপথ ও সড়ক পথ ধরে চুয়াডাঙ্গা শহরের দিকে পালাতে থাকে। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে দর্শনা কেরু চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনে মিত্র-বাহিনীর প্রধান মিঃ বুফে ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার লিয়াকত আলীর নেত্রীত্বে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পযার্য়ক্রমে ৪ থেকে ৫ ও ৭ তারিখের মধ্যে দামুড়হুদা ও চুয়াডাঙ্গা মুক্ত হয়।

আজ ৪ ডিসেম্বর জীবননগরে হানাদার মুক্ত দিবস

১৯৭১ সালের এ দিনে জীবননগর উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযেদ্ধা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পাক হানাদার বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঝিনাইদহ অভিমুখে পালিয়ে যায়।

জীবননগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান জানান, ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর জীবননগরে পাক হানাদার বাহিনীর পতন ঘটলেও চূড়ান্ত বিজয় আসে ৪ ডিসেম্বর।

এদিন ভোরে মিত্র বাহিনীর কমান্ডার ও ৮ নম্বর সেক্টরের বানপুর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন পরবর্তীতৈ সেনাবাহিনী প্রধান প্রয়াত জেনারেল (অব:) মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনী যৌথভাবে জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর তারা জীবননগর, দত্তনগর ও হাসাদহ গ্রামে পাক বাহিনীর ওপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর ২৯ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা যৌথবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পাশর্^বর্তী ঝিনাইদহ জেলার দিকে পালিয়ে যায়।

পরে বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবননগর থানায় ধর্ষণকারী ও নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত পাকহানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন মুনছুর আলীর ব্যবহৃত জিপ গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এ দিন স্বত:স্ফুর্ত মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধারা জীবননগরের মাটিতে প্রথম উত্তোলন করেন স্বাধীন বাংলার পতাকা। শুরু হয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রসুলকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও মজিবর রহমানকে থানা ইনচার্জ করে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

প্রতিবছর ৪ ডিসেম্বর জীবননগর মুক্ত দিবস হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পালন করে আসছেন।

আলমডাঙ্গায় বৈদ্যুতিক পোলের সাথে প্রাইভেটের ধাক্কায় চিকিৎসক আহত

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় আল ইমরান নামের এক চিকিৎসক মারাত্মক আহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকালের দিকে ওই চিকিৎসক তার প্রাইভেট কার নিয়ে ড্রাইভিং করে যাওয়ার সময় আনন্দধাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বৈদ্যুতিক পোলে ধাক্কা লেগে চিকিৎসক গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা আহত চিকিৎসককে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

আহত চিকিৎসক আল ইমরান কলেজপাড়ার শেফা ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী ও উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ডাঃ জাকারিয়া খালিদ তপনের ছেলে। ডাঃ আল ইমরান একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়েছেন।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, ডাঃ আল ইমরান সকালে তার প্রাইভেট কার নিয়ে জামজামির উদ্দেশ্যে বের হন। প্রাইভেট কারটি আনন্দধাম কাদেরের মটর গ্যারেজের নিকট পৌঁছে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে একটি

বৈদ্যুতিক পোলের সাথে স্বজোরে ধাক্কা দেন। এতে তার প্রাইভেট কারের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে মারাত্মক আহত হন আল ইমরান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। সেখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার পিতা জাকারিয়া খালিদ তপন জানান,বর্তমানে তার অবস্থার উন্নতির দিকে। সন্তানের জন্য তিনি সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।